ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা

(God's Great Plan)

আদিপুস্তক ৪৩ অধ্যায় ১৯-৩৪ পদ

যাকোবের পরিবারে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে ঈশ্বর মিসর ও তার পার্শবর্তী সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ পাঠায়েছিলেন। আর এর দ্বারা একদিকে, তিনি যোষেফকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর পদে পদান্বিত করেছিলেন; এবং অন্যদিকে, তার দাদাদের কনান থেকে মিসরে নিয়ে এসেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর অপূর্ব পরিকল্পনায় যোষেফকে তার পিতার সঙ্গে পুনরায় মিলিত করতে চলেছেন, এবং তার দাদাদের সঙ্গে যোষেফের সম্পর্ক মিটমাট করতে চলেছেন। যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, তথা বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ পরিবার (জাতিসমাজ) গড়ার প্রতিজ্ঞা তিনি পূর্ণ করতে চলেছেন। গত সপ্তাহে, আমরা এই পরিবারের অন্যতম সদস্য, যোষেফের দাদাদের ও যাকোবকে দেখেছি: যোষেফের দাদারা তাদের জীবনে প্রথম ঈশ্বরের নাম নিয়েছে; বিন্যামীন, শিমিয়ন ও যাকোবের সমস্ত পরিবারকে রক্ষা করতে যিহূদা নিজেকে জামিন রাখতে এগিয়ে এসেছে। ঈশ্বরই তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন সাধন করেছেন। অন্যদিকে, যাকোব তার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যোষেফ ও বিন্যামীন নামক যে দুই প্রতিমাকে পুষে রেখেছিল, তাদের থেকে যাকোবকে মুক্ত করতে ঈশ্বর তাদের দুইজনকেই তার শক্ত মুষ্টি থেকে গ্রহণ করতে চলেছেন, যোষেফকে তিনি ইতিমধ্যে পৃথক করেছেন, বিন্যামীনকেও মিসরে পাঠাতে চলেছেন, এবং তার দ্বারা তিনি যাকোবকে কেবল ঈশ্বরের বাক্য, তথা প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখতে বাধ্য করতে চলেছেন। যাকোবের পরিবারে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে বিভিন্ন বাধাকে ঈশ্বর এইভাবে দূর করতে চলেছেন। এই পারিবারিক শান্তি-স্থাপনে ঈশ্বর যোষেফের মাধ্যমে কীভাবে কাজ করেছিলেন, তা আজ আমরা দেখব।

ক। বিন্যমীনকে সঙ্গে নিয়ে মিসর যাত্রা করতে যাকোবের অনুমতি: শিমিয়নকে বন্দি রেখে, যোষেফ তার দাদাদের যে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করেছিল, তা হল, যোষেফের সহোদর বিন্যামীনকে তাদের মিসরে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তাদের পিতা যাকোব বিন্যামীনকে ছাড়তে একদমই রাজি ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে যিহূদা নিজেকে জামিন রাখার কথা বলেছিল। তখন সেই পরিস্থিতি যে কতখানি গুরুতর, তা যাকোব উপলব্ধি করেছিল। অবশেষে, যাকোব তার অন্য ছেলেদের সঙ্গে বিন্যামীনকেও পাঠাতে রাজি হয়েছিল। এইসময়, যাকোব তাদেরকে তাদের দেশের উৎকৃষ্ট বিষয় সকল মিসরের সেই ব্যক্তিকে উপহার দেবার জন্য সঙ্গে নিয়ে যেতে বলে, *"তোমরা নিজেদের পাত্রে এই দেশের প্রশংসিত দ্রব্য-গুল্‌গুলু, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য, গন্ধরস, পেস্তা ও বাদাম কিছু কিছু নিয়ে গিয়ে সেই ব্যক্তিকে দেও"* (৪৩:১১)। যাকোব মনে মনে ভেবেছে, সেই ব্যক্তির মন জয় করতে হলে, তার সুনজর পেতে হলে, তাকে উপঢৌকন দিতে হবে। এর আগে দাদা এষৌর সঙ্গে দেখা করার সময়ও যাকোব একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল (৩২:১৩-১৫)। এইভাবে, মিসরের সেই ব্যক্তির সুনজর ক্রয় করতে এই সমস্ত উপঢৌকনের সত্যিই কি কোনও প্রয়োজন ছিল? কিন্তু কেবল উপঢৌকন পাঠানো নয়, যাকোব আরও একটি কাজ করতে তাদের বলে, আর সেই কাজটি হল, গতবার মিসর থেকে তার ছেলেরা কেবল শস্য নয়, তার সঙ্গে সেই সমস্ত শস্যের মূল্যও ফেরত এনেছিল; তাই, যাকোব তাদের আদেশ করে, *"তোমরা নিজের নিজের হাতে দ্বিগুণ টাকা নেও, তোমাদের বস্তার মুখে যে টাকা ফিরে এসেছে, তা-ও হাতে করে পুনরায় নিয়ে যাও"* (৪৩:১২)। যাকোব হয়ত ভেবেছিল, এইভাবে, সততার পরিচয় দিলে মিসরের সেই ব্যক্তি তাদের প্রতি সহৃদয়তা দেখাবে, শিমিয়নকে ও বিন্যামীনকে ছেড়ে দেবে (১৪ পদ)। আমরা কি সততার হাত ধরে অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করতে চেষ্টা করে থাকি?

খ। যোষেফের ভাইদের সঙ্গে যোষেফের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ: মিসরে পৌঁছে তারা মিসরের সেই ব্যক্তির কাছ থেকে যে ব্যবহার লাভ করে, তা তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। বিন্যামীনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের ফিরে আসতে দেখে, সেই ব্যক্তি, তথা যোষেফ তাদের প্রতি প্রথম যে কাজটি করে, তা হল, সে তার গৃহের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অধ্যক্ষকে এই আদেশ করে, *"এদের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাও, আর পশু মেরে আয়োজন কর, কারণ মধ্যাহ্নে এরা আমার সঙ্গে আহার করবে"* (৪৩:১৬)। এই কথা যোষেফ তার অধ্যক্ষকে মিসরীয় ভাষায় বলায়, তাদেরকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য যোষেফের ভাইরা উপলব্ধি করতে পারেনি। এখন যোষেফ যদিও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে চেয়েছে, যোষেফের ভাইরা কিন্তু তার সেই কাজকে ভালো মনে নিতে পারেনি। তারা সেই কাজের মধ্যে তার মন্দ পরিকল্পনার গন্ধ পেয়েছে, *"তারা ভয় পেল, পরস্পরকে বলল, আগে আমাদের বস্তায় যে টাকা ফিরে গেছিল, তার জন্য ইনি আমাদের এখানে আনছেন, এবার আমাদের আক্রমণ করে, আমাদের গর্দভ সকল কেড়ে নেবে, আর আমাদের দাস করে রাখবে"* (১৮ পদ)। আমরা যখন পাপ ও অপরাধের মধ্যে জীবন যাপন করি, তখন এমন ঘটে থাকে- আমরা করিনি, এমন অপরাধের জন্যও আমরা ভয় পেয়ে থাকি। কারণ, পাপ আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, আমাদের তার দাসে পরিণত করে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে, তারা যোষেফের প্রতি যে কাজ করেছিল, তার কাতর নিবেদন সত্ত্বেও, তারা তার কথায় কর্ণপাত না করে বিদেশীদের কাছে যোষেফকে দাস হিসাবে বিক্রি করেছিল, ঠিক তেমনই আজ তাদের সকলের মিসরে দাস হবার দিন উপস্থিত হয়েছে বলে, তারা ভয় পেয়েছে। অপরাধবোধ এতকাল তাদের পিছু ধাওয়া করেছে, এখানে তাদের ভয় পেতে বাধ্য করেছে। কিন্তু বাস্তব হল, যোষেফ যে তাদের গর্দভ অধিকার করতে চায়, তা নয়, সে তাদের হৃদয়ের অধিকার চায়। যোষেফ তাদের দাস করতে চায় না, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক মিটমাট করতে চায়, তাই এ সমস্তের আয়োজন।

যাইহোক, তারা যখন যোষেফের গৃহের অধ্যক্ষকে তাদের বস্তায় টাকা ফেরত পাবার কথা বলে, তখন সে তাদের এই কথা বলে, *"তোমাদের মঙ্গল হোক, ভয় কোরো না, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর, তোমাদের বস্তায় তোমাদের গুপ্ত ধন দিয়েছেন, আমি তোমাদের টাকা পেয়েছি"* (২৩ পদ)। এই কথার ধরণ থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, যোষেফই তার গৃহের অধ্যক্ষকে এই উত্তর শিখিয়ে দিয়েছিল। কারণ, ঈশ্বরকে পৈতৃক ঈশ্বর বলে বর্ণনা করার চল কেবল অব্রাহামের বংশধরদের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। আর এই কথা বলার মাধ্যমে যোষেফ তার ভাইদের যে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে, তা হল, এই দূর দেশ মিসরেও তাদের পৈতৃক ঈশ্বর আপন সর্বশক্তিমান ক্ষমতায় কাজ করতে সক্ষম।

এই সময় তাদের অন্য ভাই শিমিয়নকে জেল থেকে তাদের কাছে নিয়ে আসা হয়, তাদেরকে যোষেফের ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের পা ধোওয়ার জন্য জল দেওয়া হয়, তাদের গর্দভদের জন্য খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয় (২৩-২৪ পদ)। মধ্যাহ্ন ভোজে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে যোষেফ যখন সেই ঘরে এসে উপস্থিত হল, তখন যোষেফের ১১ জন ভাই হাতে উপহার নিয়ে যোষেফের সামনে মাটিতে প্রণিপাত করল (২৬ পদ)। ১৭ বৎসর বয়সে যোষেফ যে দুটি স্বপ্ন দেখেছিল, তার প্রথম স্বপ্ন (তার আঁটিকে ঘিরে তার ১১ জন ভাইয়ের আঁটির প্রণাম) প্রায় ২০ বৎসর পর পূর্ণ হল। যোষেফ কিন্তু নিজের পরিচয় তখনও গুপ্ত রেখে, তাদের প্রণাম বা উপহারের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, তাদের বৃদ্ধ পিতার কুশল জানতে চাইল (২৮ পদ)। এই প্রশ্ন শুনে কি তার ভাইরা একটু অবাক হয়নি? কারণ, কত দেশের কত লোক সেই ব্যক্তির কাছে শস্য কিনতে এসেছে, আবার শস্য নিয়ে ফিরে গেছে, কিন্তু সেই ব্যক্তি এখনও তাদেরকে ও তাদের বৃদ্ধ পিতার কথা কী করে মনে রাখতে পারে? এরপর যোষেফ নিজের সহোদর বিন্যামীনকে দেখে নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে পাশের ঘরে গিয়ে ক্রন্দন করে। বিন্যামীনকে আশীর্বাদ করতে গিয়েও যোষেফ তাদের পৈতৃক ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করল, যা শুনে তাই ভাইরা নিশ্চয়ই আবার অবাক হয়েছিল।

এই সময় যোষেফ আরও একটি কাজ করে, যা দেখে তার ভাইরা অবাক হতে ও মনে মনে ঐশ্বরিক উপস্থিতিকে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল। আর সেই কাজটি হল, মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য তার ভাইদের বয়স অনুসারে আসনে বসানো হয়। ৩৩ পদে বলা হয়েছে, *"আর তারা যোষেফের সামনে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে বসল, তখন তারা পরস্পর আশ্চর্য জ্ঞান করল।"* যে ভাইরা যোষেফের আচরণে মন্দ পরিকল্পনার গন্ধ পেয়েছিল, তারা কি তাদের নিজেদের আসন দেখে ঈশ্বরের হাতের উপস্থিতি দেখতে পেয়েছিল?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যোষেফের ভাইদের একটি টেবিলে বসানো হয়েছে, যোষেফ নিজে একা অন্য একটি টেবিলে বসেছে, আবার অন্য যে সমস্ত মিসরীয় ছিল, তারাও যোষেফের টেবিলে নয়, কিন্তু অন্য একটি টেবিলে বসেছে। যোষেফের ভাইরা জানে মিসরীয়রা তাদের সঙ্গে আহার-ব্যবহার করে না, তারা তাদের ঘৃণা করে (৩২ পদ), তাই তাদেরকে পৃথক টেবিলে খেতে দিতে দেখে তারা আশ্চর্য হয়নি। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে অন্য মিসরীয়দের থেকে পৃথক টেবিলে খেতে বসতে দেখে তারা নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিল। অবশ্য সবথেকে অবাক করার ঘটনা এরপর তাদের চোখে পড়ে। যোষেফের প্রত্যেক ভাইকে যদিও যথেষ্ট আহার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের ছোট ভাই বিন্যামীনকে অন্যদের যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয়েছে, তার থেকে ৫ গুণ বেশি দেওয়া হল (৪৩:৩৪)। এর আগে যোষেফের প্রতি পিতা যাকোবের মুখাপেক্ষার কারণে যোষেফের ভাইরা তাকে ঘৃণা করেছিল, তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল, তা আমরা জানি। এখানে আবার সেই ব্যক্তির দ্বারা বিন্যামীনের প্রতি পরিষ্কার মুখাপেক্ষাকে তারা দেখতে পেল। তার ভাইদের মধ্যে যদি এখনও সেই ঈর্ষা ও ঘৃণা কাজ করত, তাহলে আমরা সহজেই তার প্রকাশ তাদের আচরণে দেখতে পেতাম। এখন যোষেফ এ সবের দ্বারা যে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে, তা হল, তাদের ভাইরা কি পরিবর্তিত হয়েছে? ধরা যেতে পারে, তারা যদি আগের ন্যায় ঈর্ষাপরায়ণ হত, আর যোষেফ তা দেখতে পেত, তাহলে পরের দিন যোষেফ নিজের পরিচয় গুপ্ত রেখে তাদেরকে শস্য দিয়ে কনানে ফেরত পাঠাতে পারত; কিন্তু বিন্যামীনকে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে ফেরত পাঠাবার কথা চিন্তা করত না।

তার ভাইদের প্রতি আচরণে এত ছোটখাটো বিষয়েও পর্যন্ত দৃষ্টি দেওয়ার পিছনে যে ইচ্ছা যোষেফের মধ্যে কাজ করেছে, তা হল, তার ভাইরা যে অনুতপ্ত, যোষেফ তার পক্ষে সাক্ষ্য পেতে চায়। যোষেফ তার ভাইদের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে কতখানি আগ্রহী ছিল, তার পরিচয় আমরা তাকে পাশের ঘরে গিয়ে কাঁদবার মধ্যেও দেখতে পাই (৩০ পদ)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, তার ভাইদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে, তাদের সঙ্গে পূর্বের সম্পর্কে ফিরে যেতে যোষেফ কতখানি আগ্রহী। কিন্তু সম্পর্কের সত্য মিটমাট কেবল তখনই সম্ভব, যখন তার ভাইদের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন ঘটবে।

এই কথা আমাদের জীবনের বিভিন্ন ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে জোড়া লাগাবার জন্য একই ভাবে প্রযোজ্য। দুই পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ অপরাধী, সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে, তাকে যে কেবল ক্ষতিস্বীকার করতে হবে, তা নয়। যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছে, সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে, তাকেও মূল্য দিতে আগ্রহী হতে হবে। উভয় পক্ষের চোখের জল পড়তে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা যে ভুল করে থাকি, তা হল, আমরা সম্পর্ক মিটমাটের ধার ধারি না, যেন কিছুই ঘটেনি, এমন ভান করি। আবার অনেক ক্ষেত্রে, অপর পক্ষের প্রকৃত অনুতাপ বা পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করেই আমরা সম্পর্ক মিটমাট করতে চাই। এমন অপরিপক্ক অনুতাপ কখনও আমাদের ভেঙ্গে-যাওয়া সম্পর্ককে প্রকৃত অর্থে জোড়া লাগাতে পারে না।

গ। ঈশ্বরের পথ: যিশাইয় ৫৫:৮-৯ পদে বলা হয়েছে, ***"কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ ও আমার পথ সকল এক নয়। কারণ মাটি থেকে আকাশ যত উচু, তোমাদের পথ থেকে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উচু।"*** অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর যে বংশধরের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যার মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে (আদি ১২:১-৩), যার অর্থ, নারীর বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করে সর্পের মস্তক চূর্ণ করবেন (আদি ৩:১৫), তাঁকে ঈশ্বর কীভাবে, কার মাধ্যমে পৃথিবীতে আনবেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে ইস্হাক যেমন দিশেহারা হয়েছিল, এখানে আমরা যাকোবকেও দিশেহারা হতে দেখেছি। যাকোবের চিন্তায় সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তান তার প্রিয়তম স্ত্রী রাহেলের মাধ্যমে আসতে চলেছে। তাই, যোষেফ যখন বিশেষ স্বপ্ন দেখেছিল এবং সেই স্বপ্নের কথা অন্যদের বলেছিল, তখন যাকোব তার মাধ্যমেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের আগমন চিন্তা করেছিল। তাই, আদি ৩৭:১১ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, যোষেফের স্বপ্নের কথা যাকোব তার নিজের মনে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু সেই যোষেফকে যখন যাকোব হারিয়েছিল, তখন বিন্যামীনের মাধ্যমে সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের আগমন যাকোব চিন্তা করেছিল। তাই, যাকোব বিন্যামীনকে কোনও অর্থে ছাড়তে রাজি হতে চায়নি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উৎকৃষ্টতার মানে বিচার করে ঈশ্বর যে এষৌকে ঘৃণা করেছেন ও যাকোবকে ভালোবেসেছেন, তা নয়; পরিবর্তে, তিনি আপন সার্বভৌমত্বেই তা করেছেন। ঠিক একই ভাবে, তিনি তাঁর সার্বভৌমত্বে, রাহেল নয়, কিন্তু লেয়ার গর্ভের ফল থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞাত সন্তানকে পাঠাতে চলেছেন। লেয়ার ৪র্থ সন্তান যিহূদা যখন সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের পিতা হতে চলেছে, তখন কনানীয় তামর, যে আবার যিহূদার বৌমা, সেই প্রতিজ্ঞাত সন্তানের মা হতে চলেছে। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, যিহূদার জীবনের অন্যতম পাপ ঈশ্বর গ্রহণ করলেন এবং মানুষের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ দানের উপায় হিসাবে ব্যবহার করলেন। একই ভাবে তিনি যোষেফের সমস্ত ভাইয়ের পাপ গ্রহণ করতে চলেছেন এবং তাদের সকলের জীবন রক্ষা করতে তাকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চলেছেন, প্রতিজ্ঞাত সন্তানের আগমনের পথ অটুট রাখতে চলেছেন। যাকোবকে পুত্রহীন হতে হবে না। যাকোবের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল মস্ত বড়ো, বিন্যামীনকে হারাবার পরিবর্তে, বিন্যামীনসহ শিমিয়ন ও যোষেফকে যাকোব ফিরে পেতে চলেছে। নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ঈশ্বর যাকোবের সাহায্য কামনা করেন না; যাকোবের সাহায্য ছাড়াই তিনি যাকোবকে আশীর্বাদ করতে সক্ষম।

এর থেকে আমরা প্রথমত যে শিক্ষা আমরা লাভ করি, তা হল: (১) আমরা যখন কোনও বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিত হই, তখন যাকোবের মতো সেই বিষয় পেতে **আমাদের হাত শক্ত না করে, আমাদের উচিৎ হাত সরিয়ে নিয়ে, সেই বিষয় ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করা**। কারণ আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্বদা সবথেকে উত্তম। যাকোবের মতো আমরা যেন প্রতিমা পুষে না রাখি, পরিবর্তে তা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি, কারণ কেবল তিনিই পারেন তা থেকে আমাদের মুক্ত করে প্রকৃত শান্তি দিতে।

অন্যদিকে, প্রতিজ্ঞাত সন্তান, তথা যিহূদা ও তামরের বংশধর হলেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, যীশু খ্রীস্ট। আমাদের ঈশ্বর তাঁকে হারাবার ভয়ে যাকোবের মতো তাঁকে আঁকড়ে ধরেননি, পরিবর্তে, ব্যথাপূর্ণ ভগ্ন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর সন্তান আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম, কিন্তু সেই আমাদেরকে পুনরায় তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক মিটমাট করতে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টকে যে চরম মূল্য দিতে হবে, তা তিনি ভালো করেই জানতেন। তথাপি তাঁকে পৃথিবীতে পাঠাতে তিনি দ্বিধা করেননি। ঈশ্বর জানতেন, তাঁরই মনোনীত প্রজারা যীশুকে বর্জন করবে, যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করবে, যীশু তাদের যে আলো দিতে চেয়েছিলেন (যোহন ৩:১৯), তা তারা অস্বীকার করে নিজেদের অন্ধকারেই থাকবে (যোহন ১:১১)। তিনি আরও জানতেন, যীশুর পার্থিব ভাইরা তাকে সামান্য রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে, এবং শেষে তাকে ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা করা হবে। নিজের প্রিয় পুত্রের প্রতি এমন অত্যাচার দেখে, আমাদের পিতা ঈশ্বরের হৃদয় কতখানি দুঃখ পেয়েছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

কিন্তু আমাদের পাপের ফলস্বরূপ আমাদের যে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল, তার পুনরুদ্ধারে যীশুকে এবং পিতা ঈশ্বরকে এই মূল্য দিতে হয়েছিল। আমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে ঈশ্বর যেহেতু সমস্ত মূল্য দিয়েছেন, সেইহেতু আমাদের কোনও মূল্য দিতে হবে না। কেবল নিজেদের পাপস্বীকার করে, আমাদেরকে গ্রহণ করতে তাঁকে অনুরোধ করতে হবে। যে দেনা শোধ করতে আমরা বাধ্য ছিলাম, তা আমাদের পরিবর্তে ঈশ্বর শোধ করেছেন, যেন খ্রীস্ট যে গৌরবপূর্ণ উত্তরাধিকার অর্জন করেছেন, তা আমরা লাভ করতে পারি। এই সত্য আমরা যখন উপলব্ধি করি, তখন তা আমাদের হৃদয়ে যে শান্তি দেয়, তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

এর থেকে আমরা দ্বিতীয়ত যে শিক্ষা লাভ করি, তা হল: (২) ঈশ্বর যদি আমাদের পক্ষে হন, কে আমাদের বিপক্ষ হতে পারে? **আর ঈশ্বর যদি আমাদের পক্ষে হন, আমাদের চারপাশে যাদের সঙ্গে আমাদের স পর্ক ভেঙ্গে গেছে, তাদের সঙ্গে স পর্ক পুনঃস্থাপনে আমরা উদ্যোগী হব, তাঁকে অনুসরণ করে আমরাও মূল্য দিতে পিছ্পা হব না**।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com